কিঞ্চাহং ন ভুবং যাস্যে নরা ময্যামৃজন্ত্যঘং। মৃজামি তদঘং কাহং রাজং স্তত্র বিচিন্ত্যতাং ॥ ৫॥

শ্রীরাজোবাচ ॥

সাধবো ন্যাসিনঃ শান্তা ব্রহ্মিষ্ঠা লোকপাবনাঃ। হরন্ত্যঘং তেঽঙ্গসঙ্গাত্তেষ্বাস্তে হ্যঘভিদ্ধরিঃ ॥ ৬ ॥

ধারয়িষ্যতি তে বেগং রুদ্রস্ত্বাত্মা শরীরিণাং। যস্মিন্নোতমিদং প্রোতং বিশ্বং শাটীব তন্তুষু ॥ ৭ ॥

ইত্যুক্ত্বা স নৃপোদেবং তপসা তোষয়চ্ছিবং। কালেনাল্পীয়সা রাজংস্তস্যেশশ্চাশ্বতুষ্যত ॥ ৮ ॥

তথেতি রাজ্ঞাভিহিতং সর্ব্বলোকহিতঃ শিবঃ। দধারাবহিতো গঙ্গাং পাদপূতজলাং হরেঃ ॥

শ্রীধরস্বামী।

কিঞ্চ আমৃজন্তি ক্ষালয়িষ্যন্তি তত্রোপায়ো বিচিন্ত্যতাং ॥ ৫ ॥

হরন্তি হরিষ্যন্তি অঘং ভিনত্তীতি অঘভিৎ ॥ ৬ ॥

আত্মা কথং ভূতঃ যস্মিন্নিদং বিশ্বং ওতং গ্রথিতং উর্দ্ধতন্তু শাটী পট ইব প্রোতঞ্চ তির্য্যক্ তন্তুষু পট ইব। অসৌ সর্ব্বাধার স্ত্বদ্বেগং ধারয়িষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

ইত্যেবং গঙ্গামুক্ত্বা। তচ্ছ্রুত্বেতি পাঠে শ্রাবয়িত্বেত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

রাজ্ঞাভিহিতং তথেত্যঙ্গীকৃত্য হরেঃ পাদেন পূতং জলং যস্যাঃ ॥ ৯ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ।

কিং চেতি ময়া নিমিত্তভূতয়া অঘং পাপং মৃজন্তি নাশয়ন্তি। তদঘং তৎ সঙ্গানভিরুচে র্জাতং মনসোঽদুঃখমিত্যর্থঃ। গঙ্গা প্রসঙ্গে পাপাত্যন্ত নাশাসা কোটিধা পুরাণাদি প্রসিদ্ধেঃ। অস্ত্র্যোঽদুঃখ ব্যসনেষ্বঘ মিত্যমরকোষাৎ ॥ ১। ২। ৩। ৪। ৫ ॥

সাধবঃ স্বাধিকার প্রাপ্ত শাস্ত্রীয়াচার নিরতাঃ ন্যাসিনঃ কর্ম্ম তৎ ফলাঽনাসক্তাঃ শান্তাঃ শুদ্ধান্তঃকরণাঃ ব্রহ্মিষ্ঠা বেদবিচারদক্ষাঃ স তেষ্বাস্ত ইতি। অঘানি অঘ আদীনি ভিনত্তীতি তথা। সদা সাধূনাং সঙ্গাৎ। তৎ সঙ্গাৎ তৎ স্ফূর্ত্তে স্তদ্দুঃখং ন ভবিতেতি ভাবঃ ॥ ৬। ৭। ৮। ৯। ১০। ১১। ১২। ১৩। ১৪ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

অঙ্গসঙ্গাৎ স্নানাৎ হরন্তি হরিষ্যন্তি তেষাং তদঘং কোঽহরিষ্যতীতি চেৎ হরিরেব অঘভিৎ। তেন হরিং বিনা তীর্থতপঃ প্রায়শ্চিত্তাদিভিঃ পাপং বস্তুতো ন নশ্যতীত্যজামিলোপাখ্যানোক্তঃ সিদ্ধান্তো দৃঢ়ীকৃতঃ ॥ ৬ ॥

রুদ্র ইত্যধুনাপি ত্বং যস্য শিরসি তিষ্ঠস্যেবেতি ভাবঃ। যস্মিন্নিদং বিশ্বমোতং গ্রথিতং উর্দ্ধতন্তুষু শাটীবৎ প্রোতঞ্চ তির্য্যক্ তন্তুষু শাটীবেতি তস্যেশ্বরত্বং দর্শিতং ॥ ৭। ৮ ॥

তথেতি যত্র যত্র গঙ্গা যাস্যতি তত্রৈবাঽহমেবেতি মচ্ছিরস্যেব সা সুখেন যাস্যতীত্যর্থঃ ॥ ৯। ১০ ॥

অপর আমি পৃথিবীতে যাইতে ইচ্ছা করি না, কারণ মনুষ্যেরা আমাতে পাপ সকল প্রক্ষালন করিবে, সেই পাপ আমি কোথায় মার্জন করিব, এ বিষয়ে উপায় চিন্তা কর ॥ ৫ ॥

ভগীরথ কহিলেন মাতঃ! সন্ন্যাসী ব্রহ্মনিষ্ঠ শান্ত সাধুগণ লোক পাবন, তাঁহারা স্ব স্ব অঙ্গ সঙ্গ দ্বারা আপনকার ঐ অপবিত্রতা হরণ করিবেন। তাঁহাদের অন্তরে অঘহারি হরি নিত্য বিরাজমান, অতএব তাঁহারা অঘনাশন বিষয়ে সমর্থ ॥ ৬ ॥

আর ভগবান্ রুদ্র, যিনি সকল শরীরির আত্মা এবং শাটী যেমন সূত্রে ওত প্রোত থাকে তাহার ন্যায়, যাঁহাতে এই বিশ্ব ওত প্রোত হইয়া আছে, তিনি তোমার বেগ ধারণ করিবেন ॥ ৭ ॥

হে কৌরব্য! ভগীরথ রাজা গঙ্গাকে এই প্রকার বলিয়া তপস্যা দ্বারা ভগবান্ শিবের সন্তোষ জন্মাইতে যত্নবান্ হইলেন। অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার প্রতি আশুতোষের সন্তোষ হইল ॥ ৮ ॥

ভগবান্ শর্ব্ব সর্ব্বলোক হিতৈষী, ভগীরথ যাহা প্রার্থনা করিলেন তথাস্তু বলিয়া অঙ্গীকার পূর্ব্বক

ভগীরথঃ স রাজর্ষি র্নিন্যে ভুবনপাবনীং। যত্র স্বপিতৄণাং দেহা ভস্মীভূতাঃ স্ম শেরতে ॥
রথেন বায়ুবেগেন প্রযান্তমনুধাবতী। দেশান্ পুনন্তী নির্দ্দগ্ধানাসিঞ্চৎ সগরাত্মজান্ ॥ ৯ ॥
যজ্জল স্পর্শমাত্রেণ ব্রহ্মদণ্ডহতা অপি। সগরাত্মজা দিবং জগ্মুঃ কেবলং দেহভস্মভিঃ ॥ ১০ ॥
ভস্মীভূতাঙ্গ সঙ্গেন স্বর্যাতাঃ সগরাত্মজাঃ। কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়াদেবীং সেবন্তে যে ধৃতব্রতাঃ ॥
নহ্যেতৎ পরমাশ্চর্য্যং স্বর্ধুন্যা যদিহোদিতং। অনন্তচরণাম্ভোজপ্রসূতায়া ভবচ্ছিদঃ ॥ ১১ ॥
সন্নিবেশ্য মনো যস্মিন্ শ্রদ্ধয়া মুনয়োঽমলাঃ। ত্রৈগুণ্যং দুস্ত্যজং হিত্বা সদ্যোযাতাস্তদাত্মতাং ॥
শ্রুতো ভগীরথাজ্জজ্ঞে তস্য নাভো পরোঽভবৎ। সিন্ধুদ্বীপ স্ততস্তস্মাদযুতায়ুস্ততোঽভবৎ ॥১২॥
ঋতপর্ণোনলসখো যোঽশ্ব বিদ্যামিয়ান্নলাৎ। দত্ত্বাক্ষহৃদয়ঞ্চাস্মৈ সর্ব্ব কামস্তু তৎ সুতঃ ॥ ১৩ ॥

শ্রীধরস্বামী।

প্রসঙ্গাদ্গঙ্গামাহাত্ম্যমাহ চতুর্ভিঃ যস্যা জলস্পর্শ মাত্রেণ। তচ্চ কেবলং দেহভস্মভিরেব ন সাক্ষাৎ ব্রহ্মণি স্ব কৃতেন দণ্ডেন হতা অপি তাং শ্রদ্ধয়া সেবতেতি শেষঃ ॥ ১০ ॥

এতৎ প্রপঞ্চয়তি। ভস্মীভূতেনাঙ্গেন যঃ সঙ্গস্তেন ॥ ১১ ॥

অনন্তস্য বিশেষণং সংনিবেশ্যেতি। ত্রৈগুণ্যং দেহসম্বন্ধং ॥ ১২ ॥

নলস্য সখা ইয়াৎ প্রাপ্তঃ তৎ সুতঃ তস্য ঋতপর্ণস্য সুতঃ ॥ ১৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

ইহ যদুদিতং সগরাত্মজোদ্ধরণং পরমত্যাশ্চর্য্যং নভবতি ॥ ১১ ॥ যস্মিন্নন্তে ॥ ১২ ॥

অম্নাৎ যা প্রাপণে প্রাপ্ত ইত্যর্থঃ। অক্ষহৃদয়ং দ্যূতবিদ্যারহস্যং অস্মৈ নলায় ॥ ১৩ । ১৪ । ১৫ ॥

সাবধানে গঙ্গা ধারণ করিলেন। হে রাজন্! গঙ্গার মাহাত্ম্য কি বলিব? ভগবান্ হরির পাদস্পর্শে তদীয় জল পবিত্র হইয়াছে। রাজর্ষি ভগীরথ যে স্থানে আপনার পিতৃগণের দেহ সকল ভস্মীভূত হইয়া পড়িয়াছিল, তথায় ভুবনপাবনী গঙ্গাকে লইয়া গেলেন। তিনি বায়ুবৎ বেগগামি রথে আরোহণ করিয়া অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন, ত্রিলোক পাবনী গঙ্গা তাঁহার পশ্চাৎ২ ধাবমানা হইয়া সকল দেশ পবিত্র করত নির্দ্দগ্ধ সগর সন্তানদিগকে স্বীয় সলিলে সেচন করিতে থাকিলেন ॥ ৯ ॥

হে রাজন্! সগরাত্মজেরা ব্রাহ্মণের প্রতি আত্মকৃত দণ্ডে হত হইয়াও কেবল দেহ ভস্ম দ্বারা যাঁহার জল স্পর্শ মাত্রে স্বর্গে গমন করিল, শ্রদ্ধা পূর্ব্বক তাঁহার সেবা করিলে কি হয় বিবেচনা কর ॥ ১০ ॥

ফলতঃ সগর সন্তানেরা যাঁহার জলে ভস্মীভূত অঙ্গ সঙ্গ মাত্রে স্বর্গগামী হইল, যে সকল ব্যক্তি ধৃতব্রত হইয়া শ্রদ্ধা পূর্ব্বক তাঁহার সেবা করিবে তাঁহাদের স্বর্গ গমন হওয়া বিচিত্র নহে। হে রাজন্! এ স্থলে গঙ্গাদেবীর যে মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম ইহা সুমহৎ আশ্চর্য্য নহে, যে হেতু তিনি অনন্ত চরণ পদ্ম প্রসূতা এবং সংসার নাশিনী ॥ ১১ ॥

হে কুরুবর্য্য! অমল মুনিগণ শ্রদ্ধা সহকারে যে অনন্তে মনোনিবেশ করিয়া দুস্ত্যজ দেহ সম্বন্ধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সদ্যঃ তদাত্মতা প্রাপ্ত হন্, তাঁহার পাদপ্রভবার প্রভাব অবশ্যই অনির্ব্বচনীয়। উল্লিখিত ভগীরথের পুত্র শ্রুত। তাঁহার তনয় নাভ। তাঁহা হইতে সিন্ধু দ্বীপ উৎপন্ন হন্। তাঁহার সন্তান অযুতায়ু ॥ ১২ ॥

অযুতায়ুর পুত্র ঋতপর্ণ, তিনি নলের সখা, অক্ষহৃদয় (দ্যূতবিদ্যা রহস্য) দিয়া তাঁহা হইতে অশ্ব বিদ্যা গ্রহণ করেন। ঐ ঋতপর্ণের পুত্র সর্ব্বকাম ॥ ১৩ ॥

ততঃ সুদাসস্তৎ পুত্রো দময়ন্তীপতির্নৃপঃ। আহুর্ম্মিত্রসহং যং বৈ কল্মাষাঙ্ঘ্রিমুত ক্বচিৎ॥
বশিষ্ঠশাপাদ্রক্ষো ঽভূদনপত্যঃ স্বকর্ম্মণা॥ ১৪॥

শ্রীরাজোবাচ॥

কিং নিমিত্তো গুরোঃ শাপঃ সৌদাসস্য মহাত্মনঃ। এতদ্বেদিতুমিচ্ছামঃ কথ্যতাং ন রহো যদি॥ ১৫॥

শ্রীশুক উবাচ॥

সৌদাসো মৃগয়াং কিঞ্চিচ্চরন্ রক্ষো জঘানহ। মুমোচ ভ্রাতরং সোঽথ গতঃ প্রতিচিকীর্ষয়া॥১৬
সংচিন্তয়ন্নঘং রাজ্ঞঃ সূদরূপধরো গৃহে! গুরবে ভোক্তুকামায় পক্ত্বা নিন্যে নরামিষং॥ ১৭॥
পরিবেক্ষ্যমাণং ভগবান্ বিলোক্যাভক্ষ্যমঞ্জসা। রাজানমশপৎ ক্রুদ্ধো রক্ষোহ্যেবং ভবিষ্যসি॥১৮॥

শ্রীধরস্বামী।

তৎপুত্রঃ সৌদাসঃ॥ ১৪॥
ন রহঃ ন রহস্যং॥ ১৫॥
মৃগয়াং চরন্ কিঞ্চিদ্রক্ষঃ রাক্ষসং জঘান তস্য ভ্রাতরং মুমোচ স ভ্রাতা॥ ১৬॥
অঘং অনিষ্টং। সূদঃ পাচকঃ তদ্রূপধরঃ সন্ রাজ্ঞো গৃহে বর্ত্তমানঃ॥ ১৭॥
অভক্ষ্যমঞ্জসা বিলোক্য। এবং নরমাংস ব্যবহারেণ॥ ১৮॥

ক্রমসন্দর্ভঃ।

ন রহো যদীতি শ্রীমদ্বশিষ্ঠস্যৈব তত্র দোষবৎ প্রতীতি শ্চেত্তদা নোদ্ঘাটনীয়মিত্যর্থঃ॥ ১৫। ১৬॥
সূদরূপ ধরঃ তমাবিষ্টঃ সন্নিত্যর্থঃ। অপরিচিতস্য পাকানধিকারাৎ॥ ১৭। ১৮। ১৯। ২০। ২১। ২২। ২৩। ২৪। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮। ২৯। ৩০। ৩১। ৩২। ৩৩। ৩৪। ৩৫। ৩৬॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

কিঞ্চিদ্রক্ষঃ কঞ্চিদ্রাক্ষসং জঘান তস্য ভ্রাতরং মুমোচ। স ভ্রাতা॥ ১৬॥
রাজ্ঞো যঃ সূদঃ পাচক স্তদ্রূপধরঃ॥ ১৭॥ অভক্ষ্যং নরমাংসং॥ ১৮॥

তাঁহার তনয় সুদাস, তৎপুত্র সৌদাস, যিনি দময়ন্তীর পতি। যাঁহাকে কখন কখন মিত্রসহ এবং কখন কখন কল্মাষপাদ বলিয়া থাকে। তাঁহার সন্তান হয় নাই, তিনি স্বীয় কর্ম্মদোষে বশিষ্ঠ মুনির শাপে রাক্ষস ভাব প্রাপ্ত হন্॥ ১৪॥

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন ব্রহ্মন্! মহাত্মা সৌদাসের প্রতি কি নিমিত্ত বশিষ্ঠ মুনির অভিশাপ হইয়াছিল, ইহা শুনিতে অভিলাষ করি, যদি রহস্য না হয় বলিতে আজ্ঞা হউক্॥ ১৫॥

শুকদেব কহিলেন এক দিবস সৌদাস রাজা মৃগয়ার্থ বহির্গত হইয়া অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে একটা রাক্ষস বধ করিলেন কিন্তু তাহার ভ্রাতাকে ছাড়িয়া দিলেন, অতএব সেই নিশাচর সোদরহন্তার প্রতিকার বাসনায় গমন করিল॥ ১৬॥

সে রাজার অনিষ্ট চিন্তা করত পাচক রূপ ধারণ করিয়া তাঁহার গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে লাগিল। এক দিন মহর্ষি বশিষ্ঠ রাজগৃহে আগমন পূর্ব্বক ভোজনেচ্ছা প্রকাশ করিলে সে নরমাংস পাক করিয়া আনিল॥ ১৭॥

যখন পরিবেশন হইতে লাগিল, সে সময় ভগবান্ বশিষ্ঠ দিব্য চক্ষুর্দ্বারা নিরীক্ষণ করিলেন ভক্ষণার্থ অভক্ষ্য বস্তু প্রদত্ত হইতেছে, অতএব ক্রুদ্ধ হইয়া রাজাকে অভিশাপ দিলেন, এরূপ নরমাংস ব্যবহার দোষে তুমি রাক্ষস ভাব লাভ করিবা॥ ১৮॥

রক্ষঃকৃতং তদ্বিদিত্বা চক্রে দ্বাদশ বার্ষিকং। সোঽপ্যপোঞ্জলিমাদায় গুরুং শপ্তুং সমুদ্যতঃ॥ ১৯
বারিতো দময়ন্ত্যাপো রুষতীঃ পাদয়োর্জহৌ॥ ২০॥
দিশঃ খমবনীং সর্ব্বং পশ্যঞ্জীবময়ং নৃপঃ। রাক্ষসং ভাবমাপন্নঃ পাদে কল্মাষতাং গতঃ॥ ২১॥
ব্যবায়কালে দদৃশে বনৌকৌ দম্পতী দ্বিজৌ॥ ২২॥
ক্ষুধার্ত্তো জগৃহে বিপ্রং তৎ পত্ন্যাহাকৃতার্থবৎ। ন ভবান্ রাক্ষসঃ সাক্ষাদিক্ষ্বাকূনাং মহারথঃ॥
দময়ন্ত্যাঃ পতির্বীর নাধর্ম্মং কর্ত্তু মর্হসি॥ ২৩॥

শ্রীধরস্বামী।

বশিষ্ঠ এব তং শাপং দত্ত্বা দ্বাদশ বার্ষিকং চক্রে॥ ১৯॥
রুষতীঃ তীক্ষ্ণা অপঃ স্বপাদয়োর্জহৌ নান্যত্র॥ ২০॥
তত্র হেতুঃ দিশ ইতি। এবমনেন মিত্রসহত্বমপি দর্শিতং। মিত্রস্য কলত্রস্য বাচঃ সহতে॥ ২১॥
তদেবং রাক্ষসত্বে কল্মাষাঙ্ঘ্রিত্বে চ কারণমুক্ত্বা স্বকর্ম্মণাঽনপত্যো ইতি যদুক্তং তৎ প্রপঞ্চয়তি ব্যবায় কাল ইত্যাদিনা কর্ম্মণাহং-প্রজ ইত্যন্তেন। বনমোকো নিবাসো যয়োস্তৌ বনৌকসৌ চ তৌ দম্পতী চ। বনৌকাবিতি পৃথক্ পদত্বে সকার লোপ আর্ষঃ॥২২
অকৃতার্থবৎ দীনবৎ॥ ২৩॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

সর্ব্বজ্ঞ তয়া রক্ষসৈব কৃতং নতু রাজ্ঞেতি বিমৃশ্য তৎ শপনং দ্বাদশ বার্ষিকং চক্রে॥ ১৯॥
সোপি সৌদাসোপি। রুষতীঃ ক্রোধাগ্নি রূপাঃ স্বপাদয়োরেব নান্যত্র দিগাদীনাং দাহ প্রসঙ্গাৎ। এতেন কল্মাষপাদত্বং মিত্রসহত্বঞ্চ দর্শিতং মিত্রস্য কলত্রস্য বাচঃ সহনাৎ॥ ২০। ২১॥
বনৌকসৌ চ তৌ দম্পতীচেতি তৌ পৃথক্ পদ পাঠে সলোপ আর্ষঃ॥ ২২। ২৩॥

পরন্তু তৎপরেই ঐ মুনি জানিতে পারিলেন রাক্ষস ঐ রূপ করিয়াছে, অতএব রাজাকে শাপ দিয়া অকারণ শাপ দানজন্য পাপক্ষয়ার্থ দ্বাদশ বার্ষিক ব্রত করিলেন। রাজাও বিনা অপরাধে অভিশপ্ত হওয়াতে ক্রুদ্ধ হইয়া জলগণ্ডূষ গ্রহণ পূর্ব্বক গুরুকে প্রতিশাপ দিতে উদ্যত হইলেন॥ ১৯॥

কিন্তু তদীয় পত্নী দময়ন্তী নিবারণ করিতে লাগিলেন, অতএব রাজা ক্রোধাগ্নি রূপ সেই জল আপনার পাদদ্বয়ে পরিত্যাগ করিলেন॥ ২০॥

অনন্তর দিক্, আকাশ এবং ধরাতল সকলই জীবময় দর্শন করত স্বয়ং রাক্ষস ভাবাপন্ন হইয়া পদে কল্মাষতা প্রাপ্ত হইলেন॥ ২১॥

হে রাজন্! সৌদাস রাজা কল্মাষপাদ রাক্ষস হইয়া অরণ্যমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে একদা রতি-ক্রীড়াসক্ত বনবাসী দ্বিজদম্পতী দেখিতে পাইলেন॥ ২২॥

তৎকালে তাঁহার অতিশয় ক্ষুধা হইয়াছিল, বুভুক্ষায় পীড়িত হইয়া আহারার্থ ঐ বিপ্রদম্পতী মধ্যে ব্রাহ্মণকে গ্রহণ করিলেন, ইহাতে ব্রাহ্মণী অত্যন্ত দীনা হইয়া কহিতে লাগিলেন রাজন্! তুমি রাক্ষস নহ, ইক্ষ্বাকু বংশীয়দিগের মধ্যে এক জন মহাবীর, দময়ন্তীর পতি, তোমার অধর্ম্মাচরণ করা উচিত হয় না॥ ২৩

দেহি মেঽপত্যকামায়া অকৃতার্থং পতিং দ্বিজং। দেহোঽয়ং মানুষো রাজন্ পুরুষস্যাখিলার্থদঃ॥
তস্মাদস্য বধো বীর সর্ব্বার্থ বধ উচ্যতে॥ ২৪॥
এষ হি ব্রাহ্মণোবিদ্বাংস্তপঃ শীল গুণান্বিতঃ। আরিরাধয়িষু র্ব্রহ্ম মহাপুরুষ সংজ্ঞিতং॥
সর্ব্বভূতাত্ম ভাবেন ভূতেষ্বন্তর্হিতং গুণৈঃ। সোঽয়ং ব্রহ্মর্ষি বর্য্যস্তে রাজর্ষি প্রবরাদ্বিভো॥
কথমর্হতি ধর্ম্মজ্ঞ বধং পিতুরিবাত্মজঃ। কর্ম্মণা মনসা বাচা সর্ব্বভূতেষু সৌহৃদং॥
বিদ্যা বিবেক সম্পন্নাঃ শীলমেতদ্বিদুর্ব্বুধাঃ॥ ২৫॥
তস্য সাধোরপাপস্য ভ্রূণস্য ব্রহ্মবাদিনঃ। কথং বধং যথা বভ্রোর্মন্যতে সম্মতো ভবান্॥ ২৬॥
যদ্যয়ং ক্রিয়তে ভক্ষ্য স্তর্হিমাং খাদ পূর্ব্বতঃ। নজীবিষ্যে বিনা যেন ক্ষণঞ্চ মৃতকং যথা॥

শ্রীধরস্বামী।

অকৃতার্থং অসমাপ্তরতিং॥ ২৪॥
সর্ব্বভূতানামাত্মেতি ভাবনয়া আরাধয়িতুমিচ্ছুঃ। যদ্বা সর্ব্বভূতাত্ম ভাবেন ভূতেষু স্থিতমপি গুণৈরন্তর্হিতং ব্রহ্মেতি সম্বন্ধঃ। অন্তর্হিত ইতি পাঠে অন্তর্হিতঃ সোঽয়মিত্যুত্তরেণান্বয়ঃ॥ ২৫॥
ভ্রূণস্য শ্রোত্রিয়স্য গর্ভস্য সত ইতি বা। বভ্রোর্গোঃ সতাং সম্মতো ভবান্ বধং কথং সাধু মন্যত ইত্যর্থঃ॥ ২৬॥
ক্ষণমপি যেন বিনা ন জীবিষ্যামি সোঽয়ং যদি ভক্ষ্যঃ ক্রিয়তে তর্হি মৃতকং যথা মৃতপ্রায়াং মাং পূর্ব্বং ভক্ষয়॥ ২৭॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

অকৃতার্থং অসমাপ্তরতিং॥ ২৪॥
গুণৈ দৃষ্টনিষ্ঠৈঃ সত্ত্বাদিভি হের্তুভিঃ অন্তর্হিতমদৃশ্যং॥
তে ত্বত্তঃ॥ ২৫॥
ব্রহ্মবাদিনো ভ্রূণস্য পুত্রস্য অস্য পিতাপি ব্রহ্মবাদীত্যর্থঃ। ভ্রূণোঽর্ভকে বালগর্ভে ইত্যমরঃ। বভ্রোর্গোঃ॥ ২৬॥
তদপ্যনিবৃত্তং দৃষ্ট্বা পুনঃ প্রাহ যদ্যয়মিতি যেন প্রাণেনেব বিনেত্যর্থঃ। ততশ্চ যথা মৃতকং শব স্তথাহং ভবিষ্যামীত্যর্থঃ॥ করুণভাষিণীমনাদৃত্য॥ ২৭॥

এই বিপ্র আমার পতি, আমি অপত্য কামনা করিয়া ইহাঁর সেবা করিতেছিলাম, এখনও ইহাঁর রতি সমাপ্ত হয় নাই, অনুগ্রহ করিয়া আমার পতিকে মুক্ত কর। হে মহারাজ! এই মানবদেহে পুরুষদিগের অখিল পুরুষার্থ সাধন হয় অতএব দেহ নাশকে সর্ব্বার্থ নাশ বলিয়া থাকে॥ ২৪॥

অধিকন্তু এই ব্রাহ্মণ বিদ্বান্ তপঃ, শীল ও গুণযুক্ত, অপর মহাপুরুষ সংজ্ঞক যে পরব্রহ্ম গুণযোগে সর্ব্বভূতে অন্তর্হিত আছেন "সর্ব্ব ভূতের আত্মা" এই রূপ চিন্তা দ্বারা ইনি তাঁহার আরাধনা করিতে বাসনা রাখেন। অতএব হে প্রভো! হে ধর্ম্মজ্ঞ! তুমি রাজর্ষি প্রবর, পিতা হইতে সন্তানের ন্যায় তোমা হইতে এই বিপ্রর্ষি বধার্হ হইতে পারে না। রাজন্! কর্ম্ম মনঃ ও বাক্যের দ্বারা সর্ব্ব প্রাণির প্রতি যে সৌহৃদ্যাচরণ তাহাকেই বিদ্যাবিবেক সম্পন্ন বুধগণ শীল বলিয়া থাকেন॥ ২৫॥

হে ধর্ম্মজ্ঞ! আপনি সাধুজনের সম্মত, গোবধের ন্যায় এবম্বিধ অপাপ শ্রোত্রিয় ব্রহ্মবাদি ব্রহ্ম বধ কি রূপে সাধু বলিয়া মানিতেছেন?॥ ২৬॥

পরন্তু আমি যাঁহা ব্যতীত ক্ষণকালও জীবন ধারণ করিতে পারিব না সেই এই আমার পতিকে যদি আপনি নিতান্তই আপনার ভক্ষ্য করেন আমি মৃত প্রায়া হইলাম, অগ্রে আমাকে ভক্ষণ করুন। হে কুরুবর্য্য! বিপ্রপত্নী অনাথা প্রায় হইয়া ঐ প্রকার করুণ স্বরে কাতরতা প্রকাশ করিতে থাকিলেও

এবং করুণভাষিণ্যা বিলপন্ত্যা অনাথবৎ । ব্যাঘ্রঃ পশুমিবাখাদৎ সৌদাসঃ শাপমোহিতঃ ॥২৭॥
ব্রাহ্মণী বীক্ষ্য দিধিষুং পুরুষাদেন ভক্ষিতং । শোচন্ত্যাত্মানমুর্ব্বীশমশপৎ কুপিতা সতী ॥ ২৮ ॥
যস্মান্মে ভক্ষিতঃ পাপ কামতঃ স্বপতিস্ত্বয়া । তবাপি মৃত্যুরাধানাদকৃতপ্রজ্ঞ দর্শিতঃ ॥
এবং মিত্রসহং শপ্ত্বা পতিলোকপরায়ণা । তদস্থীনি সমিদ্ধেঽগ্নৌ প্রাস্য ভর্ত্তুর্গতিং গতা ॥
বিশাপো দ্বাদশাব্দান্তে মৈথুনায় সমুদ্যতঃ । বিজ্ঞাপ্য ব্রাহ্মণী শাপং মহিষ্যা স নিবারিতঃ ॥ ২৯ ॥
অত ঊর্দ্ধং স তত্যাজ স্ত্রী সুখং কর্ম্মণাঽপ্রজঃ । বশিষ্ঠস্তদনুজ্ঞাতো দময়ন্ত্যাং প্রজামধাৎ ॥ ৩০ ॥
সা বৈ সপ্ত সমাগর্ভমবিভ্রন্ন ব্যজায়ত । জঘ্নেঽশ্মনোদরং তস্যাঃ সোঽশ্মকস্তেন কথ্যতে ॥ ৩১ ॥

শ্রীধরস্বামী ।

দিধিষুং গর্ব্ভাধানকর্ত্তারং ॥ ২৮ ॥
আধানাৎ মৈথুনাৎ । হে অকৃতপ্রজ্ঞ মৃত্যুর্ম্ময়া দর্শিতঃ ॥ ২৯ ॥
তদেবং কর্ম্মণাঽপ্রজঃ ॥ ৩০ ॥
অবিভ্রদ্দধারেত্যর্থঃ । ন ব্যজায়ত ন প্রাসূত । অতো বশিষ্ঠ এব তস্যা উদরমশ্মনা জঘান । স উৎপন্নঃ সুতোঽশ্মকঃ ॥ ৩১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী ।

দিধিষুং গর্ব্ভাধানকর্ত্তারং ॥ ২৮ ॥
আধানাৎ মিথুনাৎ মৃত্যুর্ম্ময়া দর্শিতো ভবিষ্যতি ॥ ২৯ । ৩০ ॥
অবিভ্রদ্দধার । নব্যজায়ত ন প্রাসূত । বশিষ্ঠ এবাশ্মনা জঘান । ততঃ স সুতঃ ॥ ৩১ ॥

ব্যাঘ্র যেমন পশু খায় তাহার ন্যায় শাপমোহিত সৌদাস সেই ব্রাহ্মণকে খাইয়া ফেলিলেন ॥ ২৭ ॥

ব্রাহ্মণী দেখিলেন গর্ব্ভাধান কারি স্বামিকে রাক্ষসে ভক্ষণ করিল, অতএব আপনার নিমিত্ত শোক করিতে করিতে কুপিতা হইয়া ঐ মহীপতির প্রতি এই শাপ দিলেন ॥ ২৮ ॥

অরে পাপাত্মা ! যে হেতু তুই আমার পতিকে রতি হইতে নিবৃত্ত করিয়া ভক্ষণ করিলি, এই কারণে তোরও রতি হইতে মৃত্যু হইবে। হে রাজন্ ! পতিলোক পরায়ণা সেই ব্রাহ্মণী এই প্রকার মিত্রসহ নরপতির প্রতি অভিশাপ দিয়া পতির অস্থি সকল প্রজ্বলিত হুতাশনে ক্ষেপণ পূর্ব্বক স্বয়ং তদারোহণ দ্বারা স্বামির গতি প্রাপ্ত হইলেন। দ্বাদশ বৎসর অতীত হওয়াতে নরপতি সৌদাসের শাপ মোচন হইল,তদনন্তর এক দিন মৈথুনার্থ উদ্যত হইলে তাঁহার মহিষী ব্রাহ্মণীর শাপ বিজ্ঞাপন পূর্ব্বক ঐ উদ্যম হইতে নিবারণ করিলেন ॥ ২৯ ॥

হে রাজন্ ! সৌদাস রাজা তদবধি স্ত্রী সুখে বঞ্চিত হয়েন এবং নিজকর্ম্ম দোষে অপুত্রক হইয়া অবস্থিতি করেন। কিয়ৎকালানন্তর মহর্ষি বশিষ্ঠ তাঁহার অনুমতি ক্রমে তদীয় পত্নী দময়ন্তীর গর্ব্ভাধান করিয়া দিলেন ॥ ৩০ ॥

কিন্তু ঐ রাজমহিষী শত বৎসর যাবৎ সেই গর্ব্ভ ধারণ করিয়া রহিলেন,কোন প্রকারে প্রসব হইতে পারিলেন না। তদনন্তর বশিষ্ঠ মুনি আসিয়া অশ্ম (প্রস্তর) দিয়া তদীয় গর্ব্ভ আহত করিলেন, তাহাতেই সেই গর্ব্ভ হইতে উৎপন্ন পুত্র অশ্মক বলিয়া বিখ্যাত হইল ॥ ৩১ ॥

অশ্মকাদ্বালিকো জজ্ঞে যঃ স্ত্রীভিঃ পরিরক্ষিতঃ। নারীকবচ ইত্যুক্তো নিঃক্ষত্রে মূলকোঽভবৎ ॥
ততো দশরথস্তস্মাৎ পুত্র ঐড়বিড়িস্ততঃ। রাজা বিশ্বসহো যস্য খট্বাঙ্গশ্চক্রবর্ত্ত্যভূৎ ॥ ৩২ ॥
যো দেবৈরর্থিতো দৈত্যানবধীদ্যুধি দুর্জয়ঃ। মুহূর্ত্তমায়ুর্জ্ঞাত্বৈত্য স্বপুরং সন্দধে মনঃ ॥ ৩৩ ॥
ন মে ব্রহ্মকুলাৎ প্রাণাঃ কুলদৈবান্ন চাত্মজাঃ। ন শ্রিয়ো ন মহী রাজ্যং ন দারাশ্চাতিবল্লভাঃ ॥৩৪
নচাল্পেপি মতির্ম্মহ্যমধর্ম্মে রমতে ক্বচিৎ। নাপশ্যমুত্তমঃশ্লোকাদন্যৎ কিঞ্চন বস্ত্বহং ॥ ৩৫ ॥

শ্রীধরস্বামী।

স্ত্রীভিঃ সংবেষ্ট্য পরশুরামাৎ পরিরক্ষিতঃ অতো নারীকবচ ইত্যুক্তঃ। নিঃক্ষত্রে সতি ক্ষত্রবংশস্য মূলমভবদতো মূলক ইত্যুক্তঃ ॥ ৩২ ॥

প্রসন্নৈর্দেবৈর্বরং বৃণুষ্বেত্যুক্তে খট্বাঙ্গেনোক্তং প্রথমং তাবন্মমায়ুঃ কথ্যতামিতি দেবৈশ্চোক্তং মুহূর্ত্তমাত্রমিতি তজ্জ্ঞাত্বা দেবৈর্দ্দত্তেন বিমানেন শীঘ্রং স্ব পুরমেত্য মনঃ পরমেশ্বরে সন্দধে ॥ ৩৩ ॥

এতদেব স্ব সাধু বৃত্তানুস্মরণ পূর্ব্বকং তৎ কৃতেন নিশ্চয়েন দর্শয়তি নেতি সপ্তভিঃ। কুলদৈবাৎ ব্রহ্মকুলাৎ সকাশাৎ মে প্রাণাদয়ো নাতিবল্লভাঃ নাতিপ্রিয়াঃ ॥ ৩৪ ॥

মহ্যং মম ॥ ৩৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

স্ত্রীভিরাবৃত্তা পরশুরামাৎ রক্ষিতঃ পুনঃ ক্ষত্রবংশস্য মূলত্বান্মূলকঃ ॥ ৩২ ॥

প্রসন্নৈর্দ্দেবৈর্ব্বরং বৃণুষ্বেত্যুক্তে খট্বাঙ্গ উবাচ প্রথমং তাবন্মমায়ুর্ব্রূতেতি। দেবৈশ্চোক্তং মুহূর্ত্তমাত্রমিতি। তজ্জ্ঞাত্বা দেবৈর্দ্দত্তেন বিমানেন শীঘ্রং স্বপুরমেত্য মনঃ পরমেশ্বরে সন্দধে ॥ ৩৩ ॥

মুহূর্ত্ত মধ্যএব প্রথমং খট্বাঙ্গঃ স্বগতমাহ নেতি পঞ্চভিঃ। ব্রহ্মকুলাৎ কীদৃশাৎ। কুলস্য মদীয়স্য দেবাৎ ॥ ৩৪ ॥

মহ্যং মম বস্তু স্বস্যোপাদেয়মিত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

উক্ত অশ্মক হইতে বালিক রাজার উৎপত্তি হয়। স্ত্রী লোকেরা বেষ্টন করিয়া পরশুরামের কোপ হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন এই কারণে তিনি নারীকবচ বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। অপর পৃথ্বী নিঃক্ষত্রা হইলে তিনিই ক্ষত্রবংশের মূল হইয়াছিলেন, তাহাতে মূলকও বলিয়া উক্ত হয়েন। সে যাহা হউক, ঐ অশ্মক হইতে দশরথ জন্মেন। দশরথের পুত্র ঐড়বিড়ি তাহার তনয় রাজা বিশ্বসহ,তৎ পুত্র মহারাজ চক্রবর্ত্তী খট্বাঙ্গ ॥ ৩২ ॥

খট্বাঙ্গ রাজা অতিশয় দুর্জয় ছিলেন, দেবতাদের কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া যুদ্ধে দৈত্যদিগকে বধ করেন তাহাতে দেবতারা প্রসন্ন হইয়া বর দিতে চাহিলে বলিয়াছিলেন প্রথমে আমার পরমায়ু কত বলুন। পরে দেবগণ প্রমুখাৎ মুহূর্ত্ত মাত্র পরমায়ু অবশিষ্ট আছে অবগত হইয়া তাঁহাদিগের প্রদত্ত বিমান যোগে শীঘ্র স্বীয় পুরে আগমন পূর্ব্বক পরমেশ্বরে মনো নিবেশ করেন ॥ ৩৩ ॥

অবশেষে তাঁহার এই নিশ্চয় হয় কুলদেব যে ব্রহ্মকুল তাঁহাদের অপেক্ষা আমার প্রাণ, আত্মজ ও ধন সম্পত্তি, পৃথিবী, রাজ্য এবং বনিতাও প্রিয়তর নহে ॥ ৩৪ ॥

আর আমার মতি কদাচিৎ অত্যল্পও অধর্ম্মে রত হয় না এবং উত্তমঃশ্লোক ভগবান্ ভিন্ন অন্য কোন বস্তু আমি দেখিতে পাই না ॥ ৩৫ ॥

দেবৈঃ কামবরো দত্তোমহ্যং ত্রিভুবনেশ্বরৈঃ । ন বৃণে তমহং কামং ভূতভাবন ভাবনঃ ॥ ৩৬ ॥
যে বিক্ষিপ্তেন্দ্রিয়ধিয়ো দেবাস্তে স্বহৃদি স্থিতং । ন বিদন্তি প্রিয়ং শশ্বদাত্মানং কিমুতাপরে ॥৩৭॥
অথেশমায়াচরিতেষু সঙ্গং গুণেষু গন্ধর্ব্বপুরোপমেষু ।
রূঢ়ং প্রকৃত্যাত্মনি বিশ্বকর্ত্তু র্ভাবেন হিত্বা তমহং প্রপদ্যে ॥ ৩৮ ॥
ইতি ব্যবসিতো বুদ্ধ্যা নারায়ণগৃহীতয়া । হিত্বান্যভাবমজ্ঞানং ততঃ স্বং ভাবমাস্থিতঃ ॥ ৩৯ ॥
যত্তদ্ব্রহ্ম পরং সূক্ষ্মমশূন্যং শূন্য কল্পিতং । ভগবান্ বাসুদেবেতি যং গৃণন্তিহি সাত্বতাঃ ॥ ৪০ ॥

শ্রীধরস্বামী ।

ভূতভাবনো হরি স্তস্মিন্নেব ভাবনা যস্য সোহহং তং কামং ন বৃণে ॥ ৩৬ ॥
তত্র হেতুঃ য ইতি । বিক্ষিপ্তানি ইন্দ্রিয়াণি ধীশ্চ যেষাং তে দেবা অপি ॥ ৩৭ ॥
অথ তস্মাৎ প্রকৃত্যা স্বভাবেনাত্মনি রূঢ়ং গুণেষু সঙ্গং বিশ্বকর্ত্তু র্ভাবেন হিত্বা তমেবাহং প্রপদ্যে ॥ ৩৮ ॥
অন্যভাবং দেহাদ্যভিমান রূপমজ্ঞানং হিত্বা ॥ ৩৯ ॥
স্বং ভাবমেবাহ যত্তদিতি । শূন্যবৎ কল্পিতং রাগাদ্যবিষয়ত্বাৎ । বাসুদেব ইতি যং গৃণন্তি ব্রহ্মণ এব ভক্তানুগ্রহার্থমাবিষ্কৃত শক্তের্ব্বাসুদেবত্বাৎ ॥ ৪০ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ ।

নাপশ্যমুত্তমঃশ্লোকাদন্যদেবেত্যেবার্থঃ ন চিন্তয়ামীতি সুরনর পালন বিক্ষেপস্য পূর্ব্বং স্থিতত্বাৎ ॥ ৩৫ । ৩৬ । । ৩৭ । ৩৮ ॥
নারায়ণ গ্রহীতয়েতি নারায়ণাবিষ্টয়েত্যর্থঃ । অতএব মুহূর্ত্তেন ব্রহ্মলোকং খট্বাঙ্গঃ সমসাধয়দিত্যুক্তং ॥ ৩৯ । ৪০ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী ।

বৃণে বৃতবান্ । যতো ভূতভাবনে হরাবেব ভাবনা যস্য সঃ ॥ ৩৬ ॥
অবরণে হেতুমাহ য ইতি ॥ ৩৭ ॥
অস্থিরত্বেন গন্ধর্ব্ব পুরতুল্যেষু রূঢ়ং সঙ্গং হিত্বা প্রকৃত্যা স্বভাবেনৈব আত্মনি মন্মনসি বিশ্বকর্ত্তু র্ভগবতো যো ভক্তিস্তেনৈব তং প্রপদ্যে ॥ ৩৮ ॥
নারায়ণেনৈব কর্ত্রা গৃহীতয়া যত্র বুদ্ধৌ নান্যস্যাধিকার ইত্যর্থঃ । তয়া বুদ্ধ্যৈব ততোহজ্ঞান ত্যাগানন্তরং স্বভাবং পূর্ব্বশ্লোক নিশ্চিতং প্রপত্তি রূপং দাস্যমিত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥
সএব কো যস্মিন্ দাস্যমিত্যপেক্ষায়ামাহ । যত্তদ্ব্রহ্মেতি যস্য তৎ প্রসিদ্ধং ব্রহ্ম পরমতিশয়েন সূক্ষ্মং নির্ব্বিশেষং স্বরূপমিত্যর্থঃ ।

অতএব ত্রিভুবনের দেবগণ প্রসন্ন হইয়া আমাকে যে অভিলষিত গ্রহণের বর দিতেছেন ভূতভাবন ভগবান্ হরিতে আমার ভাবনা থাকাতে আমি তাহাও বরণ করি না ॥ ৩৬ ॥

কারণ যে সকল ব্যক্তির ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত, তাহারা দেবতা হইয়াও স্বীয় হৃদয়ে স্থিত প্রিয় আত্মাকে নিত্য দেখিতে পান না, ইহাতে অপরে দেখিবে সম্ভাবনা কি ? ॥ ৩৭ ॥

অতএব গন্ধর্ব্বপুর সমান, পরমেশ মায়া রচিত যে সকল গুণ তাহাতে সেই সঙ্গ, যাহা স্বভাবতঃ আত্মাতে রূঢ় হইয়া আছে,বিশ্বকর্ত্তার প্রভাবে তাহা পরিত্যাগ করিয়া আমি কেবল তাঁহারই শরণাপন্ন হই ॥ ৩৮ ॥

হে রাজন্ ! খট্বাঙ্গ রাজা নারায়ণবিষয়িণী বুদ্ধি যোগে এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া দেহাদ্যভিমান রূপ অজ্ঞান পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরে সেই স্বীয় ভাবে অবস্থিত হয়েন ॥ ৩৯ ॥

যাহা সূক্ষ্ম পরব্রহ্ম ও রাগাদির অবিষয়, এ প্রযুক্ত শূন্যবৎ কল্পিত হয় অথচ অশূন্য স্বরূপ । অপর

॥ * ॥ ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে খট্বাঙ্গচরিতং নবমোধ্যায়ঃ ॥ * ॥ ৯ ॥ * ॥

শ্রীশুক উবাচ ॥

খট্বাঙ্গাদ্দীর্ঘবাহুশ্চ রঘুস্তস্মাৎ পৃথুশ্রবাঃ। অজস্ততো মহারাজস্তস্মাদ্দশরথোঽভবৎ ॥

তস্যাপি ভগবানের সাক্ষাদ্ব্রহ্মময়োহরিঃ। অংশাংশেন চতুর্ধাগাৎ পুত্রত্বং প্রার্থিতঃ সুরৈঃ ॥

রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্না ইতি সংজ্ঞয়া ॥ ১ ॥

তস্যানুচরিতং রাজন্নৃষিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ। শ্রুতং হি বর্ণিতং ভূরি ত্বয়া সীতাপতের্মুহুঃ ॥ ২ ॥

শ্রীধরস্বামী।

॥ * ॥ ইতি নবমে নবমঃ ॥ * ॥

দশমে প্রাহ খট্বাঙ্গ বংশে শ্রীরাম সংভবং। তচ্চরিত্রঞ্চ লঙ্কেশং হত্বাযোধ্যাগমাবধি ॥ ০ ॥

খট্বাঙ্গাচ্চ দীর্ঘবাহুঃ ॥ ১ ॥

ঋষিভির্বাল্মীকমুখৈঃ ভূরি বর্ণিতং ত্বয়া মুহুঃ শ্রুতং তথাপি সংক্ষেপতঃ কথ্যমানং শৃণু ॥ ২ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ।

॥ * ॥ ইতি শ্রীমদ্ভাগবত নবমস্কন্ধে শ্রীজীবগোস্বামি কৃত ক্রমসন্দর্ভে নবমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ * ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

শূন্যবৎ কল্পিতং রাগাদ্যবিষয়ত্বাৎ যঞ্চ বাসুদেব ইতি গৃণন্তি তস্মিন্নিত্যর্থঃ। দেহং ত্যক্ত্বা তং প্রাপেতি জ্ঞেয়ং। খট্বাঙ্গোনাম রাজর্ষি র্জ্ঞাত্বেয়ত্তামিহায়ুষঃ। মুহূর্ত্তাৎ সর্ব্বমুৎসৃজ্য গতবানভয়ং হরিমিতি পূর্ব্বোক্তেঃ ॥ ৪০ ॥

॥ * ॥ ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাং। নবমে নবমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং ॥ * ॥

দশমে রঘুনাথস্য জন্ম কর্ম্মযশোঽমৃতং। সর্ব্বং নূনং পায়য়ামাস সংক্ষেপেণ মহামুনিঃ ॥ ০ ॥

এষ ত্বয়া স্বমাতৃ গর্ভে দৃষ্ট ইত্যর্থঃ। অংশাংশেন অংশশ্চ আংশঃ অংশসমূহশ্চ অংশাংশঃ তেন অংশাংশেন তস্যাপি যথা বাসুদেবস্য ইত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

কাৎস্ন্যেনবক্তুং লিখিতুং শক্যাশেষ গণেশয়োঃ। যা রামলীলাধ্যায়াভ্যাং সা শ্লোকেনাপি কীর্ত্ত্যতে ॥ ২ ॥

যাঁহার প্রতি ভক্তজন "ভগবান্ বাসুদেব" এই শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকেন, কারণ পরব্রহ্মই ভক্তানুগ্রহার্থ শক্তি প্রকাশ পুরঃসর বাসুদেব হয়েন ॥ ৪০ ॥

॥ * ॥ ইতি নবমে নবম ॥ * ॥

দশমাধ্যায়ে খট্বাঙ্গ বংশে শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম এবং লঙ্কাধিপতি দশাননকে বিনষ্ট করিয়া অযোধ্যা গমন পর্য্যন্ত তদীয় চরিত্র ॥ ০ ॥

শুকদেব কহিলেন খট্বাঙ্গ রাজার পুত্র দীর্ঘবাহু, তাঁহা হইতে মহাযশস্বি রঘুর জন্ম হয়। ঐ রঘুর তনয় মহাযশাঃ অজ। হে মহারাজ! ঐ অজ হইতে মহাত্মা দশরথ জন্ম গ্রহণ করেন। ব্রহ্মময় হরি সাক্ষাৎ ভগবান্ দেবগণের প্রার্থনায় রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন এই চারি নামে চারি অংশে বিভক্ত হইয়া যাঁহার পুত্রত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

হে রাজন্! বাল্মীক প্রভৃতি তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ সীতাপতি ঐ রামচন্দ্রের চরিত্র বর্ণন করিয়াছেন, তাহা যদিও তোমার বারম্বার শ্রুত হইয়াছে তথাপি সংক্ষেপে বলিতেছি অবধান কর ॥ ২ ॥